সুবর্ণজয়ন্তী ভাবনা

বাঙালির ইওরোপ চর্চা

অতিথি সম্পাদক
অরিন্দম চক্রবর্তী

সম্পাদক
অনিল আচার্য

অনুষ্টুপ প্রকাশনী
২ই নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সূচি

সুবর্ণজয়ন্তী ভাবনা ৭

প্রবেশক : অরিন্দম চক্রবর্তী ৯

অনাবাসী যদি অনুবাদ করে : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ২৫

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পাশ্চাত্যবিহার : অমিয় দেব ৩২

মাইকেল-মানসে ইউরোপ : গোলাম মুরশিদ ৪৮

বাঙ্গালির য়োরোপ চর্চা : রম্যরচনা : গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভ্যাক ৭১

বাঙালির প্রথম ইওরোপ-চর্চা : পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৮১

পূর্ব-পশ্চিমের আন্তঃক্রিয়া ও অনুভূতির রূপান্তর : বাংলার নবজাগরণের
একটি দিক : সুকান্ত চৌধুরী ৯৩

এখন মার্কস : সুদীপ্ত কবিরাজ ১০৬

বাঙালির ইউরোপ-চর্চা—শিল্পকলায় : মনসিজ মজুমদার ১২৬

ইউরোপ ও বাংলা কথাগ্রন্থের উদ্দেশ্য : স্বপন চক্রবর্তী ১৫৮

বাঙালি বিজ্ঞানীর ইওরোপচর্চা : অত্রি মুখোপাধ্যায় ১৮৩

হ্বিটগেনস্টাইনের সন্ধানে শচীন্দ্রনাথ : এণাক্ষী মিত্র ২১৩

বিনয় সরকার ও বাঙালির ইওরোপ চর্চা : স্বপন কুমার ভট্টাচার্য ২৫৬

ভারতীয় ছবি ও পশ্চিম প্রদক্ষিণ : মৈনাক বিশ্বাস ২৯৭

ইউরোপের সিনেমায় তিন বাঙালি : ধ্রুবজ্যোতি নন্দী ৩১৪

বাঙালির ইউরোপ দর্শন তিন প্রজন্মের বাঙালির কান্ট চর্চা
নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী ৩৪৭

জ্যামিতির নতুন সংস্করণ : বিজয় মুখোপাধ্যায় ৩৬৩

ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালির ফ্রয়েড চর্চার একটি খতিয়ান
অগ্নিভ ঘোষ ৩৮৮

রবীন্দ্রনাথের ইউরোপ : সন্দীপন সেন ৪৩০

মার্সেল প্রুস্ত বিষয়ে কিছু : কমলকুমার মজুমদার ৪৫৮

সুবর্ণজয়ন্তী ভাবনা

সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে *অনুষ্টুপ*-এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ ভাবনার কথা উঠেছিল। অরিন্দম চক্রবর্তী প্রস্তাব দিলেন, **বাঙালির ইওরোপ চর্চা**-কে বিষয় করে একটি এমন সংখ্যা হতে পারে। তাহলে এই ভাবনাটা আলাদা করে একটি বিশেষ সংখ্যা না করে সংকলন করলে কেমন হয়? সংখ্যার বাইরে এই সংকলন আলাদা করে দেখতে চাইলাম আমরা। তাই চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদের ইওরোপ চর্চার ভাবনাকে সংখ্যা না করে সংকলন করার কথা ভাবতে হলো। আমরা এই সংকলনের নাম দিয়েছি **সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ ভাবনা**।

অনুষ্টুপ পত্রিকার এই পঞ্চাশ বছরের ঐতিহ্য অনুসারে অতিথি সম্পাদকই মূল গায়েন, সম্পাদকের ভূমিকা সেখানে দোহারের। বিগত দু-বছর ধরে শত ব্যস্ততার মধ্যেও অরিন্দম এই সংকলনটির লেখা পেতে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক সহ সব লেখকের সঙ্গে ই-মেলে সারাক্ষণ যোগাযোগ রেখে গেছেন। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও সুচিন্তনের ফলে অনুষ্টুপ-এর এই সুবর্ণজয়ন্তী ভাবনা।

কেন 'বাঙালির ইওরোপ চর্চা' বিষয় হিসেবে ভাবা হয়েছে তার যাথার্থ্য তিনি **প্রবেশক** শিরোনামে লেখা প্রবন্ধে জানিয়েছেন। আরও জানিয়েছেন কার কার কোন লেখার কথা তিনি ভেবেছিলেন, অথচ এই সংকলনে পাওয়া গেল না।

বাঙালির ইওরোপ চর্চা-র একটি ছোট্ট সমস্যা হলো ইওরোপ বানানটিও কী হবে ঠিক। বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক যে বানান লিখেছেন, আমরা সে-ই বানানই রেখেছি। উচ্চারণ ভেদে বানানভেদ হতেই পারে। পাঠক আশা করি সেটা বুঝতে পারবেন।

অনুষ্টুপ পঞ্চাশ বছর ধরে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পত্রিকার অনেকগুলো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু আমরা *অনুষ্টুপ*-এর এই বিশেষ ভাবনাকে স্বতন্ত্র করে সুবর্ণজয়ন্তীর বছরটি চিহ্নিত করে রাখছি। তাই এই সংকলনটির নাম **সুবর্ণজয়ন্তী বিশেষ ভাবনা**।

অনিল আচার্য

প্র বে শ ক

পাণিনির ধাতুপাঠে ''চর্চা'' শব্দটার উৎস 'চর্চ্' ধাতুর তিনটে মানে বলা আছে। অধ্যয়ন, তর্জন, ভৎর্সন/গর্হন। কেউ যদি যত্ন করে মহাভারত বা মার্কস অধ্যয়ন করেন তাহলে তাঁর সেই পড়াশুনো বা গবেষণাকে বলতে পারি ''মহাভারত-চর্চা'' বা ''মার্কস-চর্চা''। কেউ যদি প্রতিবেশী অথবা প্রতিদ্বন্দ্বীকে উঁচুগলায় বকাবকি করে—তাহলে সেই মুণ্ডপাত করাকেও, এই অর্থানুসারে, বলতে হবে চর্চা করা। কেউ যদি নীচু গলায় তার কুটুম্ব বা নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিন্দেমন্দ করে তাহলে তো আমরা বলবই যে সে কুটুম্ব বা প্রতিপক্ষর চর্চা করছে। পরের অনুপস্থিতিতে রসিয়ে রসিয়ে তার কেচ্ছা কেলেঙ্কারি আলোচনা করাকেই তো আধুনিক বাংলাতেও বলে পরচর্চা।

কিন্তু এই রকমের রিসার্চ আর গালমন্দ আর সমালোচনা ছাড়াও 'চর্চা' শব্দটির আরও অন্তত দুটো সুন্দর মানে বাংলা ভাষার ব্যবহারে দেখতে পাই। যে মহিলা দুধের সর, হলুদ, রক্তচন্দন, জাফরান এসব মেখে-টেখে নিজের মুখশ্রী বা ত্বক্‌কে নিয়মিত যত্ন করে সুন্দর রাখবার চেষ্টা করেন তাঁর বিষয়ে আমরা বলি ''উনি রূপচর্চায় অনেকখানি সময় দেন।'' এই অর্থেই নিয়মিত ব্যায়ামকারী ''শরীরচর্চা'' করেন। দ্বিতীয়ত, চর্চা মানে লেপন করা। জয়দেব তো গীতগোবিন্দে গায়ে চন্দনমাখা একজন মেঘশ্যাম রতিসুখবিলাসী দেবতার বিষয়ে লিখেই গেছেন ''চন্দনচর্চিত নীলকলেবর, পীতবসন বনমালী''। তাহলে গায়ে লেপন করাকেও নিশ্চয়ই বলে ''চর্চা''।

এই পাঁচরকমের মানে ধরলে য়োরোপচর্চা মানে

(ক) য়োরোপ বিষয়ে অধ্যয়ন করা

(খ) য়োরোপকে খুব কষে গালমন্দ করা

(গ) য়োরোপের বিষয়ে অদম্য কৌতূহল সহকারে ঈর্ষ্যামিশ্রিত অনুযোগপূর্ণভাবে য়োরোপের দোষ উদ্‌ঘাটন করা

(ঘ) য়োরোপ বিষয়ে নিজেদের জানকারি, অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্যকে নিয়মিত ''আপডেট্'' করে ঝকঝকে রাখা আর

(ঙ) য়োরোপকে একেবারে সাদরে সাগ্রহে গায়ে মেখে নেওয়া

—এই পাঁচ অর্থেই বাঙালি সাহিত্যিক, দার্শনিক, সাংবাদিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, পর্যটক ও বুদ্ধিজীবীরা অন্ততঃ দুশো বছর ধরে য়োরোপ চর্চা করে চলেছেন। এটা যেমন মানতেই হবে—তেমনি এটাও অকাট্য যে বাঙালি যতটা যতরকমভাবে যতদিন ধরে য়োরোপ চর্চা করছে—তার এক শতাংশও য়োরোপ বাংলা বা বাঙালির চর্চা করেনি। মুস্কিল হল 'য়োরোপ' বলতে কি বুঝি তা যদি বা মোটামুটি সুনির্ধারিত হয়, 'বাংলা' বা 'বাঙালি' বলতে কি বুঝি তা শুধু মুসলমানপ্রধান বাংলাদেশ ও হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের নেশন-স্টেটঘটিত সরকারি পৃথকভাব দ্বারা বিতর্কিত হয়ে গেছে তা নয়, স্বদেশবাসী এবং অনাবাসী/প্রবাসী বাঙালির সাংস্কৃতিক-পুঁজিঘটিত 'পাওয়ার'-পার্থক্য দ্বারাও 'বাঙালিত্ব' এখন বহুধাবিদীর্ণ একটি প্রায়-তামাদি হতে বসা ধারণায় পর্যবসিত।

অবশ্যই বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, প্রমথ চৌধুরী, জীবনানন্দের আত্মসচেতন বাঙালিত্ব বিষয়ে কোনো সংশয় তোলাই যায় না। কিন্তু যতই য়োরোপকে গায়ে লেপন করে থাকুন নীরদ চৌধুরী (আত্মঘাতী বাঙালির লেখক!) এবং নীরদ মজুমদার (রামপ্রসাদী শ্যামসঙ্গীতের সচিত্র ফরাসি অনুবাদক)—এঁদের বাঙালিত্বও তর্কাতীত। আর এই যে পাঁচটি বর্গে সাজালাম বাঙালির য়োরোপ চর্চাকে—য়োরোপ অধ্যয়ন, য়োরোপ গর্হা, য়োরোপের দিকে লোভাতুর দৃষ্টি মেলে য়োরোপের দোষোদ্‌ভাবন, য়োরোপের টাট্‌কা খবর রাখা, এবং য়োরোপেই বসবাস করে বা ঘন ঘন ভ্রমণ করে য়োরোপকে গায়ে লেপে নেওয়া—এই বর্গীকরণও বেশ কৃত্রিম একটা বিভাজন। অবশ্যই যাঁরা লেপন করেছেন তাঁরা অধ্যয়নও করেছেন (যদিও সবসময়ে নয়, লিস্‌বন বা প্যারিসে যদি বাংলাদেশি ট্যাক্সিচালক থাকেন তিনি পোশাকে-খোরাকে য়োরোপচর্চিত হয়েও য়োরোপ বিষয়ে কোলকাতার মাছভাত খাওয়া পাঞ্জাবি পরা পাতি বাঙালি কোনো জার্মান দর্শন সাহিত্য বিশেষজ্ঞের তুলনায় য়োরোপ বিষয়ে কম ওয়াকিবহাল হতেই পারেন)। কিন্তু যাঁরা ভৎর্সনা করেছেন তাঁরাও অনেক সময়ে আরাধনা করেছেন য়োরোপেরই। যেমন স্বামী বিবেকানন্দ।

এখন দেখতে হবে এই একটা (বর্তমানে দুই দেশে বসবাসকারী) ভাষাগোষ্ঠীর এত হাজার হাজার মাইল দূর দেশের ভাষা, সাহিত্য, নাটক, ছবি, সঙ্গীত, রাজনীতি, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান নিয়ে প্রায় দুই শতক ধরে এতটা একপেশে মাতামাতি করাটা বাঙালি